2129/6/2020

আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৮/০৭/২০২০

মেডিক্যালে শয্যা মেলেনি, অভিযোগ ডাক্তারের

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাসপাতালে শয্যা পেতে কোভিড আক্রান্তদের হয়রানির অভিজ্ঞতা অজানা নয়। কিন্তু সরকারি কোভিড হাসপাতালের চিকিৎসকই আক্রান্ত হওয়ার পরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে শয্যা না পাওয়ার অভিযোগ উঠল। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে নিজেই সে কথা জানালেন আক্রান্ত চিকিৎসক। যার পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকেরাই যদি শয্যা না পান তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে, সেই প্রশ্ন উঠে গেল।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে অবস্থিত 'রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথ্যালমোলজি'র ওই পিজিটি চিকিৎসকের বৃহস্পতিবার করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজ়িটিভ আসে। পিজিটি তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, মাস দুয়েক আগে তিনি মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি ব্লকে(এসএসবি) কর্মরত ছিলেন। সেই সুবাদে এসএসবি'র দশ তলায় চিকিৎসকদের জন্য একটি কেবিন রাখা রয়েছে তা তিনি জানতেন। সেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য ডেপুটি সুপার জয়ন্ত সান্যাল-সহ আরও দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারকে তিনি ফোন করেন। আক্রান্তকে জানানো হয়, কেবিন হবে না। পরিবর্তে হাসপাতালের অন্য একটি শয্যায় তাঁকে ভর্তি নেওয়া হবে। কিন্তু তার জন্য আক্রান্ত চিকিৎসককেই ডেপুটি সুপার স্বাস্থ্য ভবনের অনুমতি আনতে বলেন বলে অভিযোগ! অনুমতি আদায়ে আক্রান্তকে স্বাস্থ্য ভবনের দু'টি ল্যান্ডলাইন নম্বর দেওয়া হয়। পিজিটি চিকিৎসকের দাবি, ঘণ্টাদুয়েক চেষ্টা পরও ল্যান্ডলাইন নম্বরে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

এই পরিস্থিতিতে নদিয়া জেলায় বন্ধু চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আক্রান্ত পিজিটি। আইআইও'য়ে যোগ দেওয়ার আগে

কোভিড রিপোর্ট অমিল, নাকাল রোগীর পরিজন

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রায় মাসখানেক ধরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে গ্রিন বিল্ডিংয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বছর আটান্নর অঞ্জলি দাস। তাঁর দু'দফায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবু মায়ের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট 'পজ়িটিভ' কিনা তা এক মাসেও মেয়েদের জানাতে পারেননি কর্তৃপক্ষ!

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুকে রক্ত দেওয়ার আগে করোনা পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছিলেন হেমাটোলজি বিভাগের চিকিৎসকেরা। সপ্তাহ ঘুরতে গেলেও পরীক্ষার ফল জানতে পারেননি অসহায় বাবা। সরকারি কোভিড হাসপাতালের নতুন বিড়ম্বনা নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট প্রাপ্তি!

জরুরি বিভাগে আশঙ্কাজনক রোগীদের চিকিৎসা পেতে কী ভাবে অপেক্ষার করতে হচ্ছে, গত সপ্তাহে সেই ছবি সামনে এসেছিল। এ দিন জরুরি বিভাগে সেই প্রক্রিয়া অনেক মসৃণ হয়েছে বলে রোগীর পরিজনেরা জানিয়েছেন। কিন্তু নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে একের পর এক অভিযোগের কথা শোনা গিয়েছে। যা নিয়ে সুপারের অফিসের সামনে দুপুরে বিক্ষোভ দেখান কিছু রোগীর পরিজন।

এমনই এক রোগিণীর মেয়ে মৌসুমি সাধুখাঁর বক্তব্য, "চোদ্দো দিনের মধ্যে এমনি রোগীদের ছেড়ে দেওয়ার কথা। আমার মা একমাস ধরে করোনা রোগীদের মধ্যে রয়েছেন। এতদিনেও মা পজ়িটিভ না নেগেটিভ জানতে পারলাম না! কী রোগের চিকিৎসা হচ্ছে সেটাই তো বুঝছি না? রিপোর্টে ভিত্তিতে মা'কে ছেড়ে দিলে একটা শয্যাও তো খালি হতো!"

রক্তের অসুখে আক্রান্ত আট বছরের সোমা দেবনাথের বাবা সুকুমার দেবনাথ বলেন, "মেয়ের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ছয় হয়ে গিয়েছে। রিপোর্ট না-পেলে রক্ত দিতে পারছি না। মেয়ে তো এবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়বে!" রোগীদের পরিজনদের একাংশ জানান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের বক্তব্য, রিপোর্টের প্রতিলিপি ই-মেলে সুপারের অফিসে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে প্রিন্ট আউট দিলে এসএসবি ব্লক থেকে রিপোর্ট সংগহ করতে হবে। কিন্তু সুপারের অফিস থেকে প্রিন্ট আউট এসএসবিব্লকে পৌঁছয়নি। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সুপার তথা উপাধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস বলেন, "ই-মেলে রিপোর্ট আসার পরে তার প্রতিলিপি এখান থেকেই এসএসবি ব্লকে যাওয়ার কথা। কেন রোগীরা রিপোর্ট পাচ্ছেন না, তা দেখা হচ্ছে।"

ঘোষণায় কাটেনি জট, বিদ্যুৎ-বিক্ষোভ চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা

বিদ্যুতের বাড়তি বিল নিয়ে সিইএসসি-র ঘোষণাতেও অসন্তোষ মিটছে না। অস্বাভাবিক বিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভের পথেই থাকল বিরোধী দলগুলি এবং আরও নানা সংগঠন। সিইএসসি-র সঙ্গে বৈঠকের পরে সন্তুষ্ট হননি রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও। ওই বিদ্যুৎ সংস্থা স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে জুনের নয়া

সমাজ। বিক্ষোভ দেখায় অ্যাবেকা-ও।

বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "মন্ত্রী বলেছেন, সিইএসসি এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেনি। এপ্রিল ও মে মাসের বিল আপাতত নেওয়া হবে না বললে চলবে না, বাতিল করতে হবে। জুনের বিল নতুন করে দিতে হবে, সেটাও যা খুশি হলে হবে না। তার আগেই কেউ কলকাতা জিতেছে বলে দিলে হয় না!" সুজনবাবুর বক্তব্য,

অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার 'গলদে' রোগীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা

কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ার সাত দিন পরে হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন গড়িয়ার সনৎকুমার দে। কিন্তু শেষমেশ হাসপাতালে ভর্তি হওয়া হল না। তার আগেই অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতরে মারা গেলেন তিনি। সোমবার দুপুরে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে এই ঘটনায় সরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের চালক ও সহকারীর বিরুদ্ধে অদক্ষতা এবং গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে। গোটা ঘটনা স্বাস্থ্য দফতরের নজরেও এসেছে বলে অভিযোগ মৃতের ভাইপো ঋত্বিক দে-র।

ঋত্বিকবাবুর অভিযোগ, স্বাস্থ্য দফতর থেকে যে অ্যাম্বুল্যান্স গিয়েছিল তার স্ট্রেচার ভাঙা ছিল। চালক ও সহকারী প্রথমে দাবি করেন, পরিজনদের দায়িত্বে রোগীকে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা। কিন্তু পরে স্বাস্থ্য দফতরের 'ধমক' খেয়ে চাদরের স্ট্রেচার তৈরি করে রোগীকে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু অপটু হাতে তুলতে গিয়ে দু' বার পিচের রাস্তায় ধুলোর মধ্যে রোগীকে শুয়ে দেন বলেও অভিযোগ। এমনকি, গড়িয়া থেকে মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে নিজেরা বিশ্রাম নিতে চলে গিয়েছেন। পরিজনেরা না-পৌঁছনো পর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত কোভিড রোগী অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতরেই পড়ে ছিলেন। ভর্তি হওয়ার আগে সেখানেই মারা যান তিনি।

ঋত্বিকবাবু জানান, জুন মাসে সেরিব্রাল স্ট্রোকের জেরে শরীরের একাংশে পক্ষাঘাত হয় সনৎবাবুর। সে সময় কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়েনি। ১৪ জুলাই ভোরে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ফের ওই হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে পরীক্ষায় কোভিড সংক্রমণ ধরা পড়ে। ওই হাসপাতালে কোভিড চিকিৎসা হচ্ছে না। অন্যত্র কোথাও ভর্তি করাতে না-পেরে শেষমেশ গড়িয়ার বাড়িতেই ফিরিয়ে নেওয়া হয় বৃদ্ধকে। পিপিই পরে বাড়িতে তাঁর সেবা করতেন ঋত্বিকবাবুই। তিনি বলেন, "কাকা-কাকিমা নিঃসন্তান। বৃদ্ধ কাকিমার পক্ষে ওই কাজ সম্ভব নয়।" তিনি জানান, ১৪

2129/a/2020

98/SMC/2020

W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. /25/ /2020

Date: 22. 07. 2020

Enclosed is the news clippings appeared in the 'Ananda Bazar Patrika', a Bengali daily dated 21. 07.2020, the news item is captioned ' কোভিড রিপোর্ট অমিল, নাকাল রোগীর পরিজন'.

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt of West Bengal is directed to look into the matter and to furnisha report to the Commission within a period of 4 weeks from the date of communication of the direction.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

22/7/2020
(Naparajit Mukherjee)
Member

Encl: News Item Dt. 21.07.2020

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in the website.

tt. Secy.(L & R Wing) / S.O.
take immediate action

SDB 22,07,2020